সংখ্যা ১০, তারিখ : ১৬ মে, ২০২১, রবিবার

বাংলাদেশে ভারতে প্রথম সনাক্তকৃত কোভিড-১৯ এর ভ্যারিয়েন্টের উপস্থিতি সনাক্ত

রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর) কোভিড-১৯ বিশ্বমহামারীর প্রারম্ভিক পর্যায় থেকে এক্টিভ কেস সার্চ, কোভিড-১৯ সনাক্তকরণ, কন্ট্যাক্ট ট্রেসিং ও জিনোম সিকোয়েন্সিং করছে। সাম্প্রতিক সময়ে আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে বিশ্বের সর্বোচ্চ কোভিড-১৯ এর সংক্রমণ ও মৃত্যুর ঘটনা ঘটছে । আইইডিসিআর ভারত থেকে আগত ব্যাক্তিদের মধ্যে রোগতত্ত্বিক তদন্ত ও সন্দেহকৃত রোগীদের জিনোম সিকোয়েন্সিং করছে। এরই ধারাবাহিকতায় আইইডিসিআর বিগত এপ্রিল মাসে ভারত থেকে আগত ২৬ সন্দেহজনক কোভিড-১৯ রোগীর নমুনা পরীক্ষা করে ৬ জন রোগীর নমুনায় বি.১.৬১৭.২ (ইন্ডিয়া ভ্যারিয়েন্ট) সনাক্ত করে। এই ভ্যারিয়েন্ট-কে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ভ্যারিয়েন্ট অফ কনসার্ন (VOC) হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে। এ ভ্যারিয়েন্ট বাংলাদেশসহ বিশ্বের ৪৪ টি দেশে সনাক্ত হয়েছে।

আক্রান্ত রোগীদের সকলেরই বিগত ০১ থেকে ২৫ এপ্রিল ২০২১ এর মধ্যে পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে (চেন্নাই, ব্যাঙ্গালোর, হরিয়ানা, এবং পশ্চিম বঙ্গ) ইতিহাস রয়েছে। এ ছয় জনের মধ্যে তিন জন একই পরিবারের সদস্য। ছয় জনের বয়স ৭ থেকে ৭৫ বছরের মধ্যে। এরা সকলেই এপ্রিলের শেষ সপ্তাহে বাংলাদেশে প্রবেশ করেন এবং বিভিন্ন হাসপাতালে আইসোলেশনে ছিলেন। এদের মধ্যে একজন বয়স্ক ব্যক্তি ক্যান্সার সহ অন্যান্য জটিল রোগে ভুগছিলেন এবং তিনি পরবর্তীতে মৃত্যু বরণ করেন। বাংলাদেশে সনাক্তকৃত বি ১.৬১৭.২ ভ্যারিয়েন্ট-এর সিকোয়েন্স বৈশ্বিক ডাটাবেজ জিআইএসএআইডি (**GISAID**)-তে জমা দেওয়া হয়েছে।

২০১৯ সালে SARS-CoV-2 প্রথম সনাক্তের পর থেকে এখন পর্যন্ত এর অনেকগুলো ভ্যারিয়েন্ট পাওয়া গেছে। সম্প্রতি আইইডিসিআর আইসিডিডিআর,বি ও আইদেশি-র সাথে যৌথভাবে প্রায় ২০০ কোভিড-১৯ নমুনার সিকোয়েন্সিংস করে বাংলাদেশে বি.১.১.৭ (ইউকে ভ্যারিয়েন্ট), বি.১.৩৫১ (সাউথ আফ্রিকা ভ্যারিয়েন্ট), বি.১.৫২৫ (নাইজেরিয়া-ভ্যারিয়েন্ট), এবং বি.১.৬১৭.২ (ইন্ডিয়া ভ্যারিয়েন্ট) সনাক্ত করেছে এবং **GISAID** তে জমা দিয়েছে।